তারিখ 04 JUN 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

ঢাকার বাইরের প্রেসেও ছাপানো যাবে

পাঠ্যবই মুদ্রণের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বোর্ডের প্রতি নির্দেশ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

১৯৮৬ শিক্ষা বর্ষের প্রাথমিক স্তরের বইগুলো যথাসময়ে মুদ্রণ শেষ করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গত ২৫শে মে'র এক সভায় শিক্ষা সচিব কাজী জালালউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের কাজ শিগগির শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই লক্ষ্যে তিনি জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জাতীয় কারিকুলাম ও টেকস্টবুক বোর্ডকে নির্দেশ দেন।

এই নির্দেশ যাতে কার্যকর হয় এজন্য সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বই ছাপানোর কার্যাদেশে প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধন করা হবে। কোন ছাপাখানা সময় মত বই ছেপে প্রকাশ করতে না পারলে তার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হবে, বোর্ডের তালিকা থেকে নাম বাদ হবে এবং ছাপাখানার লাইসেন্স ও ডিক্লারেশন বাতিলের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনকে অনুরোধ করা হবে।

ঢাকার বাইরে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বোর্ডের মুদ্রাকর তালিকাভুক্তির শর্তসমূহ পূরণকারী অফসেট প্রেসকে টেক্সট বুক ছাপানোর জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে বলে সভায় একটি প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। বিশেষভাবে এ ধরনের যে সকল ডবল ক্রাউন ও ডবল ডিমাই অফসেট মেশিন ও প্রসেস ব্যবস্থা রয়েছে তাদের বোর্ডের বই ছাপাতে দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের প্রেসের অবশ্য নিজস্ব বাঁধাই কারখানা ও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঢাকার বাইরে অবস্থিত ছাপাখানায় বই ছাপানোর কাজ তদারকির একজন প্রধান ক[illegible] ও প্রয়োজনীয় লোকজনসহ স্থা[illegible]য় অফিস এবং তৎসংলগ্ন বা কাছাকাছি স্থানে কাগজ ও বই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় সকল প্রকার মুদ্রণ ও বিতরণের কাজের দায়িত্ব স্থানীয় কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকবে। বিল পাস ও আর্থিক লেনদেন ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় অফিসের উপর ন্যস্ত থাকবে।

সভায় উল্লেখ করা হয় যে,

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

পাঠ্যবই

(১ম পাতার পর)

১৯৮১ সালে টেকস্ট বুক বোর্ডের মুদ্রাণের হার নির্ধারণ করার পর মুদ্রণ, বাঁধাই ও ব্লক তৈরী করার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বুক-প্রিণ্ট কাগজে মুদ্রিত ১৯৮৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সের পাঠ্য বইয়ের মূল্য শতকরা ৭ ভাগ থেকে ১০ ভাগ বাড়বে এবং অফসেট কাগজে মুদ্রিত বইয়ের দাম এরচেয়ে বেশী হবে। তবে এই বৃদ্ধি বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সংকুলান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।